প্রচার ডায়েরি ২০-৪-২০১৪

অরুণ জেটলি , রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

লোকপাল নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক শেষ হবেনা। ইউপিএ সরকার লোকপাল আইন মেনে বিধি তৈরি করেছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে এই বিধি আইন বিরুদ্ধ। সুপ্রীম কোর্টে এটাকে চ্যলেঞ্জ করা যায়।

নির্বাচন ঘোষণার আগ মুহূর্তে ইউপিএ সরকার তরিঘড়ি লোকপালের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ পদ্ধতি শুরু করে। দ্রুততার সঙ্গে সার্চ কমিটি নিয়োগ হয়। নাম বাছাই এর প্রক্রিয়াও চলে খুব দ্রুততার সঙগে। গোটা প্রক্রিয়া যেভাবে চলেছে তাতে যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়ে সার্চ কমিটির সদস্য সহ অন্যান্যরা।এমনকি এই কারণে সার্চ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন ফোলি এস নরিম্যান ও বিচারপতি কে টি টমাস।

আজ পূর্ন সময়ের কোনও সার্চ কমিটি নেই। সার্চ কমিটি তৈরির পরে যে নামগুলি তারা নিয়োগের জন্য মনোনীত করে সেগুলি খতিয়ে দেখার কোনও ব্যবস্থা নেই।সার্চ কমিটিই এগুলি চূড়ান্ত করে প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

নির্বাচন পর্বের অর্ধেক সমপূর্ন হয়ে গেছে।ফলাফল ঘোষিত হতে এবং নতুন সরকার গঠন হতে ২৬ দিন বাকী। এটাই কি ইউপিএর তড়িঘরি লোকপাল নিযুক্তির আদর্শ সময় ? নিশ্চই নয়।

এখন দাঁড়িয়ে যদি ইউপিএ তরিঘড়ি লোকপাল নিযুক্তির পথে হাঁটে তবে তা বিধিভঙ্গের সামিল হবে। তা আইনসঙ্গত কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। লোকপালেপ বিশ্বাসযোগ্যতাি নষ্ট করে দেবে এটা। তাই এই প্রক্রিয়া এখনই বন্ধ হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে সিলেকশন কমিটির বৈঠক ডেকে এই শূন্যপদ পূরণের চেষ্টা সফল হতে দেওয়া যায়না।

ডঃ মনমোহন সিং এখন অবসরের দোরগোড়ায়। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি নিশ্চয় তরিঘড়ি লোকপাল নিয়োগের এই প্রক্রিয়াকে অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখবেন। যাওয়ার আগের মুহূর্তে এরকম একটা কাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তৈরি হলে দলের স্বার্থে প্রতিষ্ঠান ধ্বংসকারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই চিন্হিত হয়ে যাবেন তিনি। এবং এখনও তিনি যদি সেই চেষ্টা করেন তবে তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তি ভারতীয় গণতন্ত্রের রয়েছে। বিশ্বাসযোগ্যতা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর আর কিছু হারানোর নেই।